প্রথম আলো

তারিখ 16 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্মুক্ত অনিয়ম

বিষয়গুলো নিয়ে তদন্ত হোক

কয়েক লাখ টাকার গাছ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে মাত্র ৪৮ হাজার ৫৯ টাকায়। ঘটনাস্থল—উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। যে ৯০টি গাছ ক্যাম্পাসকে ছায়া দিত, সেগুলো কেন কাটা হলো, তার এক ধরনের উত্তর বুঝি টাকার এই হিসাবের মধ্যেই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়মগুলো উন্মুক্তভাবেই হচ্ছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে যখন সারা দেশেই বেশি বেশি গাছ লাগানোর কথা জোরেশোরে বলা হচ্ছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষার পীঠস্থানেই গাছ কাটা হচ্ছে। একে কী বলা যায়? এটা তো শুধু পরিবেশের প্রতি ঔদাসীন্যই নয়, নৈতিকতাহীন কাজও বটে। কিন্তু এ নিয়ে কর্তৃপক্ষের কোনো মাথাব্যথা নেই। বরং গাছের ঘনত্ব কমানো, গাছগুলো ছিল অপ্রয়োজনীয়, উপাচার্যের বাসভবনে স্থাপন করা টাওয়ার থেকে গোটা ক্যাম্পাস দেখার উদ্যোগ নেওয়া ইত্যাদি খোঁড়া যুক্তি তুলে ধরে দায়িত্ব এড়াতে চাইছে তারা। শুধু তা-ই নয়, কাটা গাছগুলোর ছবি তুলতে গিয়ে দুজন ফটোসাংবাদিককেও সাত ঘণ্টা আটক থাকতে হয় ক্যাম্পাসে।

এবারই প্রথম গাছ কাটা হলো, তা নয়। বর্তমান উপাচার্যের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এক শিক্ষক নামমাত্র মূল্যে ক্যাম্পাসের জামগাছ কিনে আসবাবপত্র বানিয়েছেন। এ ছাড়া গত দুই বছরে কয়েক দফায় রেইনট্রি, কড়ই ও আকাশমণি কাটা হয়েছে। গাছ কাটা নিয়ে উপাচার্য কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তিনি হয়তো অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত।

আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ কোটি টাকা আটকে দিয়েছে। মঞ্জুরি কমিশন বারবার আয়-ব্যয়ের হিসাব চাওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয় তা দিচ্ছে না। ঈদের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বেতন হয়নি। রাজস্ব খাতে ৮৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকলেও উপাচার্য প্রায় সমানসংখ্যক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন। এ নিয়োগের বেশির ভাগই অবৈধ এবং জনবলকাঠামো-বহির্ভূত বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবেই বলেছে। এই যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অবস্থা, তখন বৃক্ষকর্তনের মতো 'ছোট' ঘটনা নিয়ে তাদের ভাবার সময় থাকবে কী করে?

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত ও গোপন অনিয়মগুলো নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। কোনোভাবেই যেন অনিয়মকারীরা পার পেয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।